# মজবুত করে বানাই ঘর
# কেটে যাবে সকল ঝড়

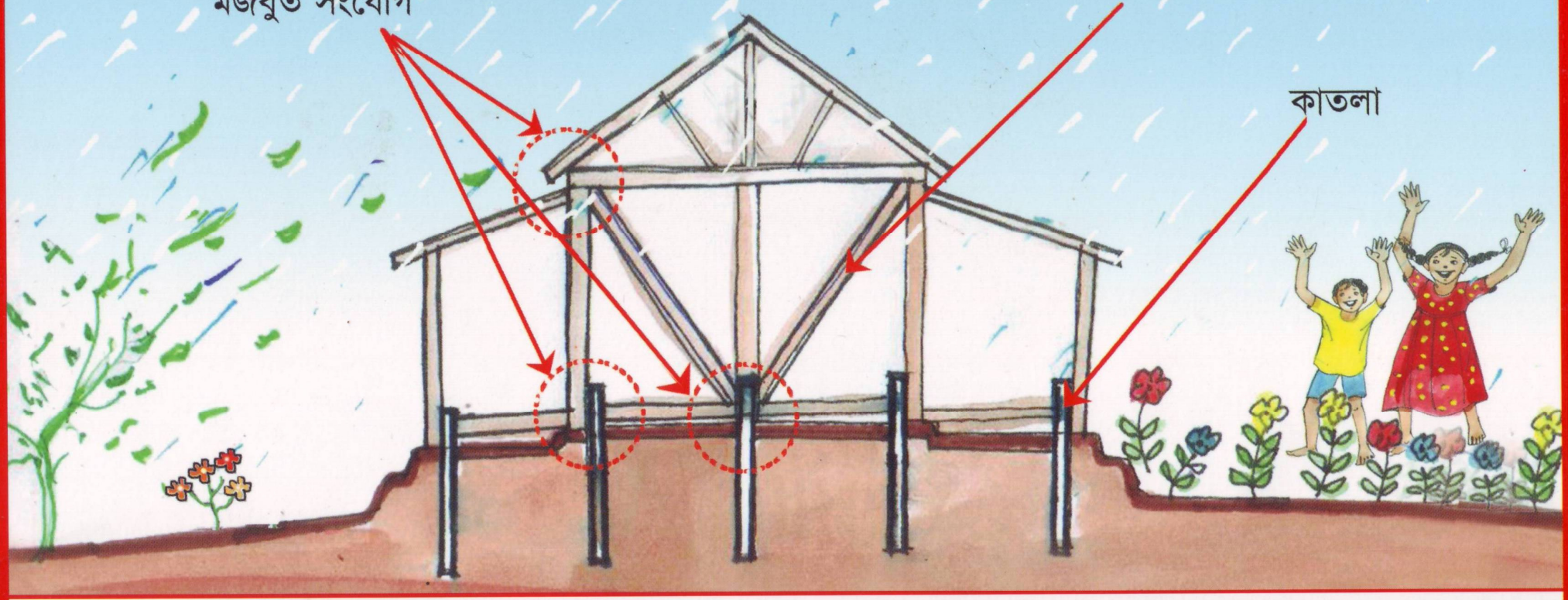


Oxfam ADMD রূপান্তর RUPANTAR উত্তরণ UTTARAN সংকল্প ট্রাস্ট DFID Department for International Development UNDP EUROPEAN COMMISSION Humanitarian Aid Australian AusAID

# মজবুত বাড়ী তৈরীর পরামর্শ

## ভিটি

১. ভিটি কমপক্ষে ২ হাত থেকে ৩ হাত (তিন ফুট থেকে সাড়ে চার ফুট) উঁচু করতে হবে।

২. যে এলাকায় বন্যা বা জোয়ারের পানি যতটুকু উঠে তার চেয়ে দুই থেকে তিন হাত উঁচু করে ভিটি তৈরী করতে হবে।

৩. ধাপে ধাপে মাটি ফেলে প্রতি স্তরে দুরমুজ করে শক্ত ভিটি তৈরী করতে হবে।

৪. জোড়া পিড়া (তাক তাক করে) ভিটি তৈরী করতে হবে। এর ফলে ঝড় বৃষ্টির পানিতে ভিটি সহজে ভাঙবেনা।

৫. ভিটির বাইরের অংশ বৃষ্টির পানি থেকে শক্ত রাখার জন্য গোবর, কাঠের গুড়া, ধানের কুড়া অথবা খরের ছোট টুকরা মাটির সাথে মিশিয়ে মাঝে মাঝে লেপে দিতে হবে।

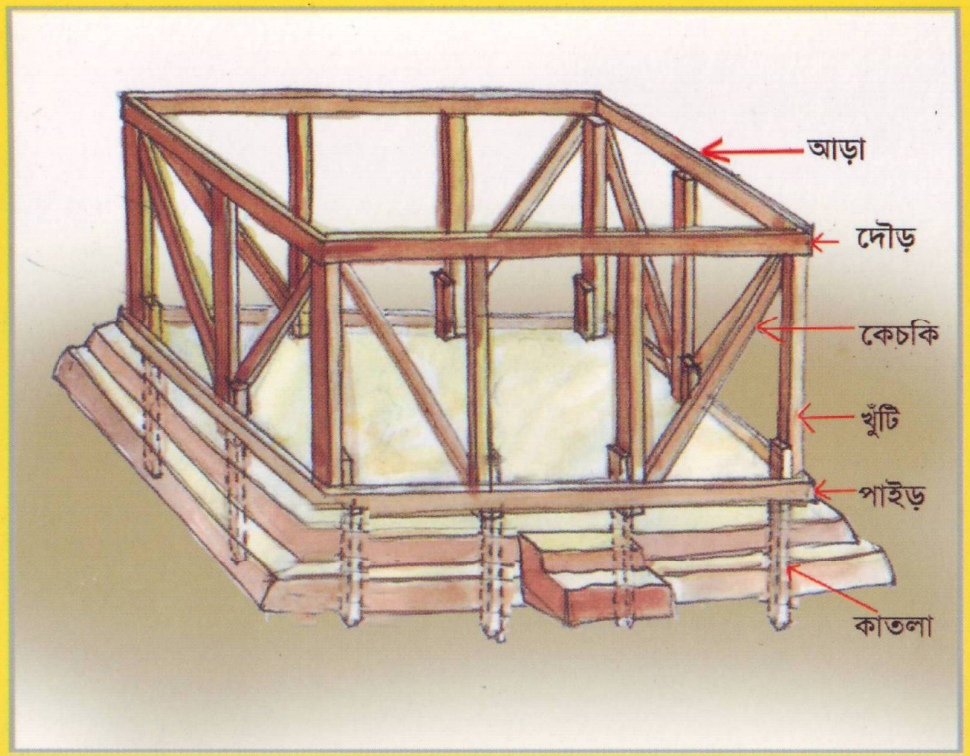


# ঘরের কাঠামো

১. ঘরের খুটিকে পাইড়ের সাথে কাতলা দিয়ে ভিটির সাথে যোগ করতে হবে।

২. ঘরের প্রতিটি খুটির কোণায় বাঁশ, কাঠ অথবা শক্ত তার দিয়ে কোণাকুণি ভাবে তেরিচ, তেরচি, কেচকি বা ক্রসিং দিতে হবে। এর ফলে ঘরের কাঠামো বাতাসের ধাক্কা সামলাতে পারবে।

৩. খুটির সাথে ভিটির সংযোগ শক্ত হলে বাতাসের সময় ঘরকে সহজে খুটির থেকে আলাদা করতে পারে না।

৪. ঝড়ের মৌসুম শুরুর আগে কার্তিক/অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন/চৈত্র মাসে ঘরের প্রতিটি দুর্বল অংশ মেরামত করতে হবে।

৫. কাঠ ও বাঁশকে অবশ্যই পোড়া মোবিল, মাইট্টা তেল বা আলকাতরা দিয়ে পোকামাকড় ও ক্ষয় থেকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে।

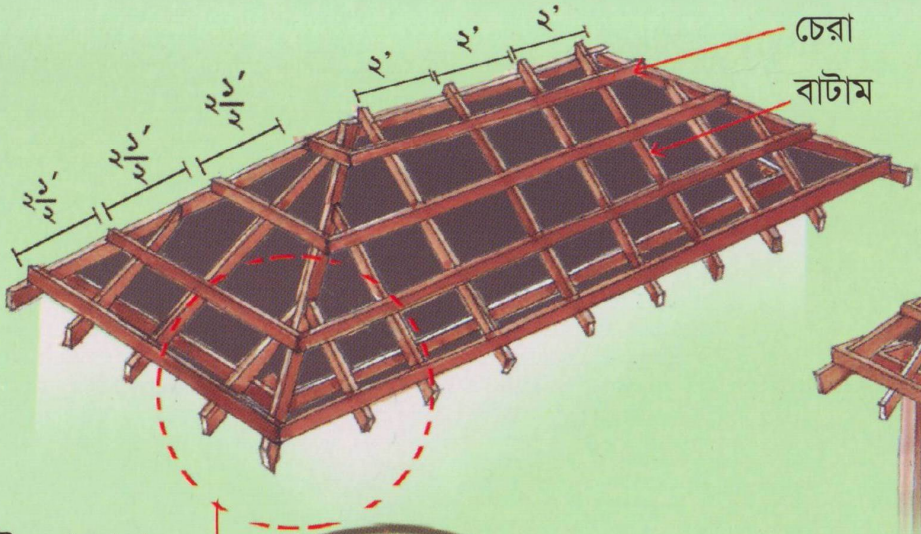


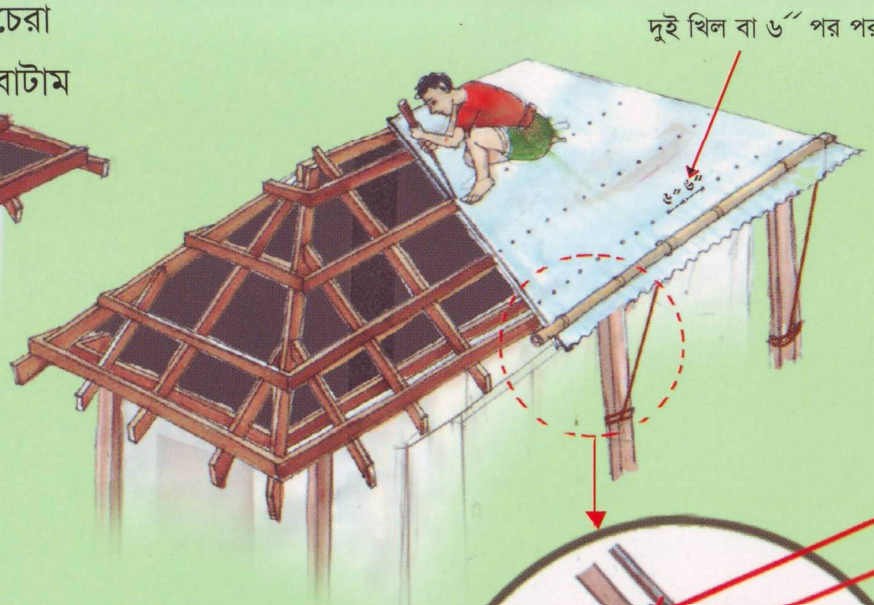


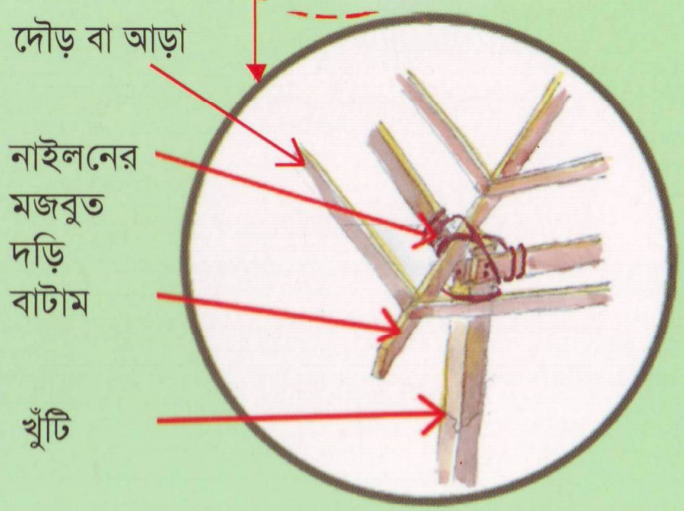

# ঘরের চাল

১. কমপক্ষে ২ ফুট পরপর বাটাম (মাটাম) ও ২½ ফুট পরপর চেরা লাগাতে হবে।

২. আট ফুট অথবা নয় ফুট টিনের চালে চারটি চেরা দিতে হবে।

৩. ঘরের প্রতিটি সংযোগ গুণা (তার), কাতা (নারিকেলের দড়ি) অথবা নাইলনের দড়ি দিয়ে বেধে দিতে হবে। কারণ পাটের দড়ি পঁচে যায়।

৪. চেরার সাথে ঢেউটিন সংযোগের সময় দুই খিল (৬ ইঞ্চি) পরপর স্ক্রু লাগাতে হবে।

৫. ঘরের প্রতিটি অংশ (আড়া, বাটাম, তেরচি ও টিন) লাগানোর সময় পেরেক, ওয়াশার, স্ক্রু অবশ্যই ঠিক মত লাগাতে হবে।

৬. চালের উপরে বাঁশ, কাঠ বা সুপারী গাছের বাতাকে মজবুত তার দিয়ে বেধে খুটির সাথে টানা দিতে হবে।

প্রতি স্তরে দুরমুজ করে,
বানাই যদি ভিটি।
সহজে ভাঙ্গেনা বন্যায়,
শক্ত হলে মাটি

ভিটির গায়ে কাতলা দিয়ে,
খুটির করি যোগ
বাতাসে আলাদা হয়না,
থাকলে শক্ত সংযোগ।

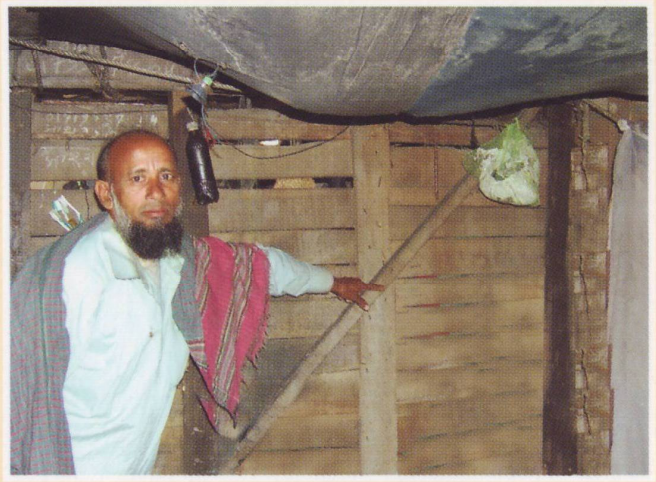

ঝড় থেকে ঘরকে
যদি বাঁচাতে চাই
বাঁশ, কাঠ, শক্ত
তারের ক্রসিং চাই

**এই পরামর্শ (১৫ই নভেম্বর ২০০৭ সাইক্লোন সিডর ক্ষতিগ্রস্ত) পাথরঘাটা উপজেলার এলাকাবাসী এবং মিস্ত্রীদের মতামতের ভিত্তিতে অক্সফ্যাম ও সংকল্প ট্রাস্টের মাঠকর্মীদের সহায়তায় তৈরী।**

এই পরামর্শ আপনার ঘরকে ছোট খাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সতর্কতা সংকেত শোনার পরই ঘর থেকে প্রয়োজনীয় মালপত্র ও শুকনো খাবার নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।

# মজবুত করে বানাই ঘর, কেটে যাবে সকল ঝড়

## ভিটি

- প্রতি স্তরে দুরমুজ করে
  বানাই যদি ভিটি,
  সহজে ভাঙ্গেনা বন্যায়,
  শক্ত হলে মাটি।

- কমপক্ষে দুই তিন হাত
  ভিটি উঁচু করি,
  জোড়াপিড়া তাক তাক
  করে তৈরী।

- যে এলাকায় যতটুকু
  জোয়ার বন্যার পানি,
  তার থেকে, দুই তিন হাত উঁচু,
  বানাই ভিটি খানি।

## ঘর

- ভিটির সাথে কাতলা দিয়ে,
  খুটির করি যোগ,
  বাতাসে আলাদা হয় না
  থাকলে শক্ত সংযোগ।

- ঝড়ের মৌসুম আসার আগে
  ঘর মেরামত করি,
  বাতাসে কাত হয় না
  ক্রসিং যদি মারি।

- ঝড় থেকে ঘরকে
  যদি বাঁচাতে চাই,
  বাঁশ, কাঠ, শক্ত তারের
  ক্রসিং লাগাই।

- ঘরকে যদি দীর্ঘস্থায়ী
  মজবুত রাখতে চাই,
  আলকাতরা, পোড়া মবিল
  বাঁশ কাঠে লাগাই।

## চাল

- প্রতিটি সংযোগ ঘরের
  বাঁধি শক্ত করি,
  গুণা, তার কিংবা
  নাইলনের দড়ি।
  পাটের দড়ির নাইতো আশা
  ভিজলে পচে যায়,
  নারিকেলের দড়ি দিলে,
  বেশি ভাল হয়।

- দুই ফুট পর পর বাটাম
  আড়াই ফুট পর চেরা,
  আট, নয় ফুট টিনের চালে
  লাগাই চারটি চেরা।

  ঘরের প্রতিটি অংশ,
  শক্ত রাখা চাই,
  পেরেক, ওয়াশার, স্ক্রু
  ঠিকমত লাগাই

- বাঁশ, কাঠ সুপারী গাছের
  বাতা দিয়ে
  চালের উপর বেঁধে দিব,
  শক্ত তার দিয়ে।
  টানা দিয়ে খুটি চালে
  করি সংযোগ,
  এরগুণে কেটে যাবে,
  বাতাসের ঝোঁক।